শ্রমিক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭ • চতুর্থ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা

স্কোচ (SKOCH) পুরস্কার লাভ করল রাজ্যের নয়টি জনমুখী প্রকল্প

খবর দুয়ের পাতায়

খবর দুয়ের পাতায়

খবর তিনের পাতায়

খবর তিনের পাতায়

খবর চারের পাতায়

খবর চারের পাতায়

খবর চারের পাতায়

নজিরবিহীন সাফল্য
তৃতীয় বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলন

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' ২০১৭-এর উদ্বোধন পর্বে ভারতের রাষ্ট্রপতি মহামান্য শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অর্থ দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত মিত্র, স্কুল শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা ও পরিষদীয় বিষয়ক দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিগণ।

বছরের শুরুতে কলকাতায় দু'দিন ব্যাপী 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি মহামান্য শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বাংলা সঠিকভাবে নিজেকে তুলে ধরছে। গত ২০-২১ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ২৯টি দেশ থেকে ৩৫০ জনেরও বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৪০০০ জনের বেশি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এবারের সম্মেলনে সহযোগী দেশ ছিল ইতালি, জার্মানি, জাপান ও পোল্যান্ড। এই দু'দিনে মোট ২,৩৫,২৯০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। আগামীদিনে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের উন্নয়নের পথ আরও প্রসারিত হবে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যমী নেতৃত্বে এ রাজ্যে লগ্নির জন্য এক বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বৃদ্ধির হার ভাল হওয়ায় রাজ্য এসে দাঁড়িয়েছে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিতের ওপর। বাজার পরিকাঠামো এবং দক্ষতার প্রশ্নে বাংলার কোনো সমান্তরাল নেই। জমি পাওয়া সমস্যা নয় এবং শ্রমিক অসন্তোষ জনিত সমস্যাও নেই। এ ছাড়া পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, নির্দিষ্ট জমিনীতি ও পালটে যাওয়া কর্মসংস্কৃতি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। বাংলাই হয়ে উঠেছে তাঁদের আদর্শ গন্তব্যস্থল। আগামী শিল্প সম্মেলন ২০১৮ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে।

কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে কল্যাণ পর্ষদের অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ
'উৎসব মঞ্চ'

কাঁকুড়গাছিতে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সদর দফতর সংলগ্ন নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহটির আদ্যান্ত সংস্কারপর্ব শেষ হয়েছে। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন এই প্রেক্ষাগৃহটি সম্প্রতি অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনা-সহায়তা বাবদ প্রায় ছয় কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন। এই উৎসব মঞ্চে গত ৬.৬.২০১৭ তারিখে শ্রম দফতরের এক অনুষ্ঠানে ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতেরর মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সাধন পান্ডে মহাশয় জানালেন যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করা এই প্রেক্ষাগৃহটির নামকরণ 'উৎসব মঞ্চ' করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আগামীদিনের কোনও অনুষ্ঠানে এই মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

[illegible] মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে 'উৎসব মঞ্চ'।

২০৩০ সালের পশ্চিমবঙ্গ
কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ অভীষ্ট লক্ষ্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ
(Vision, Mission & Perspective Plan)

আগামী দিনে এক উন্নততর পশ্চিমবঙ্গ যাতে সগর্বে আত্মপ্রকাশ করতে পারে সেজন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রম দপ্তর সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য সকল দপ্তরকে গুরুত্ব সহকারে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে এক বাস্তবসম্মত উন্নয়নের রূপরেখা নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন (ডি ও নং ১৫৮(৬০)-সি এস/২০১৬, তারিখ ২২.৮.২০১৬)। এই পরিকল্পনা অবশ্যই রাজ্যের সম্পদ ও জনবলের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের রাজ্যে এক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ২০২৫ সাল অবধি দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে এবং ২০২০ সাল অবধি স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নির্দিষ্ট ও অভিন্ন বিন্যাসে রাজ্যের বিভিন্ন দফতর এই রূপরেখা প্রস্তুত করবে এবং পরিকল্পনা দফতর চূড়ান্ত পর্যায়ে এই সকল রূপরেখার সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রসর হবে।

উল্লেখ্য যে আগামী পনেরো বছরের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্বের সকল প্রান্তে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটাতে ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে মনোযোগী হয়েছে। বিশ্বের কোনোও মানুষই যাতে পিছিয়ে না থাকে এবং বিশ্বের সবার জন্য সবকিছু যাতে সহজলভ্য হয় সেজন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৭টি সার্বজনীন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে। এই লক্ষ্য পূরণে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আগামী পনেরো বছরের জন্য সুসংহত ও রক্ষণযোগ্য ভাবে ১৬৯টি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। সকলকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে যে আমরাই হতে পারি প্রথম প্রজন্ম যারা বিশ্বব্যাপী সীমাহীন দারিদ্র্যের অবসান ঘটাবে, আমরাই হতে পারি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সেই প্রজন্ম যারা অন্যায় ও অসাম্যের সমাপ্তি ঘটাবে এবং আমরাই হতে পারি শেষ প্রজন্ম যারা বিশ্বব্যাপী জল হাওয়া পরিবর্তনের কারণে সদাই বিপন্ন হয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্য রেখেই রাজ্যের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। শ্রম দফতরের অন্তর্গত বিভিন্ন অধিকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিকভাবে শ্রম দফতরের লক্ষ্য স্থির করার জন্য রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠান ভারপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা মাননীয় শ্রী বলরাম ঘোড়াই জানালেন যে শ্রম দফতর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে যে আগামীদিনে এই রাজ্যে এক আদর্শ ও সার্থক কর্মপরিবেশে পরিতুষ্ট, আত্মবিশ্বাসী, যথাযোগ্যভাবে নিয়োজিত ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার চাহিদা পূরণে সক্ষম শ্রমিকশ্রেণি আত্মপ্রকাশ করবে এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত এক পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠবে 'সকল দেশের সেরা'।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে আগামী দিনের জন্য শ্রম দফতরের অভীষ্ট লক্ষ্য হল অর্থনীতির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন, সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের হার বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা, শ্রম আইন নির্দেশিত কাজের শর্ত নিশ্চিত করা, শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকদের উপযুক্ত নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা, কর্মনিয়োগ পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের মানব সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির সংস্থান করা।

বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার পুনরুজ্জীবন
পরিবেশ বান্ধব শিল্প গড়ার ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষতঃ উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী জেলায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা বা রুগ্ন কারখানার জমি পুনরুদ্ধার করে কীভাবে বিকল্প শিল্প গঠন করা যায় তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার জন্য বন্ধ কারখানার এই জমি রাজ্যের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রেক্ষিতে গত ৩রা জুলাই, ২০১৭ জুলাই রাজ্য মন্ত্রীগোষ্ঠীর এক বৈঠকে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে যে বন্ধ বা রুগ্ন কারখানার জমির জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকগণ জমি হস্তান্তর করার সুযোগ পাবেন। পুরনো জমির বদলে তাঁদের নতুন শিল্প তালুকে জমি দেওয়া হবে। পুরনো জমিগুলিতে রাজ্য সরকার তথ্য প্রযুক্তি সহ অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব শিল্প গড়তে উদ্যোগ নেবে। জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা এড়িয়ে যাতে জমি হস্তান্তর করা যায়, সেজন্য আইন ও বিচার বিভাগের পরামর্শ নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

আলোকের এই ঝরনাধারায়

ছয় পূর্ণ করে সাত বছরে পা রাখলো বর্তমান রাজ্য সরকার। আমাদের রাজ্যে ছয় বছর আগে উন্নয়নের যে চারা গাছটি গভীর স্নেহ ও ভালবাসায় রোপণ করা হয়েছিল আজ তা তরতরিয়ে বেড়ে উঠছে। ফুটতে শুরু করেছে অজস্র রঙবেরঙের ফুল। উন্নয়নের আলোকচ্ছটায় ক্রমশ ফিকে হচ্ছে অন্ধকার। আশা আকাঙ্ক্ষার বাতাস বয়ে চলেছে রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতিও মিলতে শুরু করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে। গত জুন মাসে বিশ্বের ৬৩টি দেশের মধ্যে প্রথম হয়ে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছ থেকে ২০১৭ সালের জন-পরিষেবা পুরস্কার পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সুসংহত পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতম ও পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে উপযুক্ত সরকারি পরিষেবা প্রদানের জন্যই এই অনন্য পুরস্কার। গত জুলাই মাসে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কাজেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল আমাদের রাজ্য। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত আই এস জি পি (The Institutional Strengthening of Gram Panchayat) প্রকল্প রূপায়ণে উৎকর্ষতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বব্যাঙ্কের মূল্যায়ণে 'অতি সন্তোষজনক' আখ্যা পেয়েছে।

অতি সম্প্রতি রাজ্যের ৯টি জনমুখী প্রকল্প গুরুগ্রামের সুবিখ্যাত স্কোচ (SKOCH) গোষ্ঠী দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি প্রকল্প পেয়েছে সেরার পুরস্কার। উল্লেখ্য যে এই সকল প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যার্জনের পথ সুগম করা, কর্মপ্রার্থী যুবকদের প্রত্যাশা পূরণ করা, পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পসমৃদ্ধ করা এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরকে জীবনের মূলস্রোতে যুক্ত করা। এই সকল স্বীকৃতি আমাদের আশ্বস্ত করছে যে অনেক সমস্যা ও প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের রাজ্য জোর কদমে এগোচ্ছে।

বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস ঃ ১২ই জুন, ২০১৭

'উৎসব মঞ্চ' আলো করল বিশেষ বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা

শিশু শ্রম অবসান ঘটানোর দায়িত্ব সম্পর্কে সারা বিশ্বকে সচেতন করতে আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠান (ILO) ২০০২ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ই জুন তারিখকে বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস রূপে পালন করে আসছে। এই বছর তাঁদের মূল ভাবনা ছিল পৃথিবীর নানা দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ, অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের কারণে অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুদেরকে শিশু শ্রমিক হওয়ার নানা প্রলোভন থেকে আগলে রাখা।

তাঁরা পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫০ কোটি মানুষ বিরোধ, উৎপীড়ন ও সংঘাতপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। পাশাপাশি প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি মানুষ নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও শিকার। উৎপীড়ন ও বিপর্যয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। মৃত্যু বা জখম হওয়া, বাসভূমি হতে উৎখাত হতে বাধ্য হওয়া, জীবিকা অর্জনের অনিশ্চয়তা, দারিদ্র ও অনাহার, মানব অধিকার লঙ্ঘন সহ নানাবিধ কারণে এই সব দেশে বসবাসকারী অসংখ্য পরিবারের জীবনে অকালেই অন্ধকার নেমে আসে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। অবহেলিত ও ঘরছাড়া শিশুদের কেউ ঠাঁই পায় উদ্বাস্তু শিবিরে, কেউ হারিয়ে যায় গভীর অন্ধকারে আর কেউ বা হয়ে ওঠে শিশু শ্রমিক। উল্লেখ্য যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৬.৮ কোটি শিশু শ্রমিকের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাস করে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সংঘাতপূর্ণ এই সকল দেশে। এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতেই ২০১৭ সালের জন্য ILO এই বিষয় ভাবনা স্থির করেছিল।

শিশু শ্রমিক মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শ্রম কমিশনারেট দায়বদ্ধ রয়েছে। গত ১২ই জুন 'উৎসব মঞ্চে' বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে 'বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস' পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে গত ৫.৬.২০১৭ নেহেরু শিশু মিউজিয়ামে জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১২৫ জন শিশু শ্রমিক 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এই দিনের অনুষ্ঠানে দশ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সফল প্রতিযোগীদের আঁকা ছবি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। অনেকের আঁকা ছবি এবং বিষয়-ভাবনা সকলের নজর কেড়েছিল। এই শিশুদের দল এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং শিশু শ্রম অবসানের বার্তা দিয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল, শ্রী আমানুল হক, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী বলরাম ঘোড়াই, শ্রম কমিশনারেটের অর্থ নিয়ামক শ্রী দেবব্রত কুন্ডু এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রম কমিশনারেটে শিশু শ্রমিক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ভারপ্রাপ্ত উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী মনীষা ভট্টাচার্য।

ফুলে শিল্পীরা মেলে ধরেছে তাদের আঁকা পুরস্কৃত ছবি। তাদের সাথে রয়েছেন মাননীয় তমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার, মাননীয় অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল ও শ্রী আমানুল হক, মাননীয় কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী বলরাম ঘোড়াই, সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী সীমা দাস, অর্থ নিয়ামক শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

পাট শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টিপাত

শ্রমিক ঘাটতি মেটাতে দক্ষতা অর্জনের পাঠ্যক্রম শুরুর উদ্যোগ

রাজ্যের পাটকলে সদা ব্যস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়।

সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের পাটশিল্প এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি। কাঁচা মালের জোগান সংক্রান্ত কোন সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও পাটকলগুলি ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংখ্যার ঘাটতিই হল এর প্রধান কারণ। পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকদের অভাবও এই সমস্যাকে জটিল করেছে। পাটকলে শ্রমিক অনুপস্থিতির হার এখন ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হওয়ায় চিন্তা আরও বাড়ছে। আরও একটি সমস্যা হল যে আমাদের দেশে যথেষ্ট উন্নত মানের পাটবীজ তৈরি হলেও প্রয়োজনমত তার জোগান মিলছে না। পাটের রং, মান ও দৈর্ঘ্যের সাথে আপোষ করে চাষীগণ বাধ্য হচ্ছেন অপরীক্ষিত বীজ ব্যবহার করতে। ফলন কম ও উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় আমরা ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছি।

রাজ্যের পাট শিল্পে এই সকল সমস্যার যোগফলে তৈরি হওয়া সংকটের জন্য মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য গত ২.৬.২০১৭ এবং ৭.৬.২০১৭ তারিখে দুটি পর্যায়ে উচ্চ স্তরের আধিকারিকদের সাথে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জুট কমিশনার শ্রী মধুকর রেড্ডি, কেন্দ্রীয় উপ জুট কমিশনার দীপঙ্কর মাহাতো, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ ডঃ মহম্মদ নাসিম, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী বলরাম ঘোড়াই এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এই দুই বৈঠকে আলোচিত হয়েছে যে পাট শিল্পে সুদক্ষ ও স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকদের বিপুল চাহিদা পূরণ করতে রাজ্য সরকার 'স্পিনিং ও উইভিং' সংক্রান্ত বিষয়ে ছয় মাসের একটি শংসাপত্রের পাঠ্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের তদারকিতে 'রাজ্য উৎপাদন পরিষদে'র প্রশিক্ষকগণ এই পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেবেন। জুট কমিশনারের দায়িত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'ইন্সটিটিউট অফ জুট টেকনোলজি'র মাধ্যমে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হবে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্ততপক্ষে দশটি নির্বাচিত কেন্দ্রে প্রথম পর্যায়ে এই পাঠ্যক্রম শুরু হবে এবং প্রতি কেন্দ্রের ৩০টি আসনে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাঠ্যক্রমের মোট সময়কালের প্রথম দেড় মাস শিক্ষার্থীদের 'রাজ্য উৎপাদন পরিষদ' ধারণাগত শিক্ষা প্রদান করবেন এবং বাকী সাড়ে চার মাস বিভিন্ন পাটকলে শ্রম দফতর শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের আয়োজন করবে। পাটকলগুলি শিক্ষার্থীদের ভাতা এবং আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করবে। এই পাঠ্যক্রমের অনুমোদনের জন্য রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠান 'West Bengal State Council of Technical & Vocational Education and Skill Development' এর কাছে আবেদন জানাবেন এবং পাঠ্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান করবেন।

রাজ্যে উৎপাদিত পাটের রং, মান ও দৈর্ঘ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় জুট কমিশনারকে উচ্চ মানের পরীক্ষিত বীজ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাট শিল্প প্রধানত সরকারী চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। তাই কেন্দ্রীয় জুট কমিশনারকে আগামী খারিফ মরশুমের সময়কালে তাঁদের আনুমানিক প্রয়োজন অগ্রিম জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে রাজ্যের পাটকলগুলি সেইমতো চাহিদা পূরণে করতে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে পারে।

অবারিত 'এক জানালা'

আরও দ্রুত মিলবে শিল্প স্থাপনের ছাড়পত্র

গত ১৭.৮.২০১৭ রাজ্য বিধানসভায় West Bengal Single Window System (Management, Control and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017 পাশ হল। রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় অনুমোদন সহজেই এবং দ্রুততার সাথে প্রদান করার জন্য বর্তমান সরকার অনেক দিন আগেই চালু করেছিল 'শিল্প সাথী' বা এক জানালা নীতি। এই ব্যবস্থাকে আরও নিবিড় ও সুসংহতভাবে কার্যকরী করে তোলার জন্য একুশটি দফতরের প্রধান সচিবদের নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার লক্ষ্যেই এই আইন। এই কমিটি 'শিল্প সাথী' কে পথনির্দেশ করবে। নানাবিধ প্রক্রিয়ার সরলীকরণও করবে। এই সকল দফতরের সম্মিলিত প্রয়াস আগামী দিনে রাজ্যের বিনিয়োগ বান্ধব প্রশাসনিক পরিবেশকে আরও সহজ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'শিল্প সাথী'র জন্য শ্রম দফতরের পক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করার জন্য মনোনীত আধিকারিক রূপে মাননীয় সচিব শ্রী অভিনব চন্দ্র মহাশয় ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন (নং শ্রম/৩৬/আই টি ও ইওডিবি, তারিখ ১৫.১২.২০১৬)। নানাবিধ শ্রম আইনে নিবন্ধীকরণ, অনুমোদন, অনুমতি পত্র প্রদানসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে যদি পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইন প্রদত্ত সময়সীমা লঙ্ঘিত হয়, সেক্ষেত্রে মাননীয় সচিব দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টার, মানিকতলা
৩০তম শিরোপা প্রদান ও দীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠান

মানিকতলা এবং শিয়ালদহ ESI হাসপাতাল দ্বারা পরিচালিত দুটি নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টারে সাড়ে তিন বছরের GNM (General Nursing and Midwifery) নার্সিং পাঠ্যক্রম পরিচালিত হয়। এই দুই সেন্টারে ছাত্রীদের সাফল্যের হার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। উল্লেখ্য যে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আমাদের রাজ্যে চিকিৎসক ছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণে নার্স ও টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন রয়েছে। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গত ২৫শে জানুয়ারি, ২০১৭ এক ভাবগম্ভীর পরিমণ্ডলে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক, ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সাধন পাণ্ডে মহাশয় এবং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকগণের উপস্থিতিতে মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের নার্সেস্ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী পরিসেবিকাদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এক অনুষ্ঠান-৩০তম শিরোপা প্রদান ও দীপ প্রজ্বলন এবং বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ। শিরোপার সাংকেতিক অর্থ হল দায়িত্ববোধ, নম্রতা এবং নৈতিকতার সমন্বয় সাধন। অভিজ্ঞদের জ্ঞান এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা পরম্পরা ক্রমে নবীন উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতীকী রূপ হল চির অমলিন প্রজ্বলিত দীপশিখা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিরোপা প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক। উপস্থিত রয়েছেন নার্সেস ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষা শ্রীমতী রুমা মন্ডল, ই এস আই (এম বি) প্রকল্পের অধিকর্তা শ্রী মৃগাঙ্ক শেখর বসু, উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও শিক্ষিকাগণ।

প্রকল্প রূপায়ণে উৎকর্ষতার জন্য রাজ্যের নয়টি স্কোচ (SKOCH) পুরস্কার
শ্রম দফতরের বিশেষ কৃতিত্ব

হরিয়ানার গুরুগ্রামে উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার অন্যতম এক উৎকর্ষ কেন্দ্র স্কোচ (SKOCH) গোষ্ঠী অতি সম্প্রতি প্রশাসনিক কার্যকারিতার জন্য রাজ্যের নয়টি জনমুখী প্রকল্পকে পুরস্কৃত করেছে যার মধ্যে ছয়টি প্রকল্প শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে।

পুরস্কৃত এই প্রকল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি শ্রম দফতর পরিচালিত প্রকল্প রয়েছে। স্মার্ট গভর্নেন্স পুরস্কারের জন্য শ্রম দপ্তর চারটি চলতি প্রকল্পের রূপরেখা জমা দিয়েছিল। প্রতিটি প্রকল্পই প্রাথমিক পর্যায়ে Award of Merit পেয়েছিল। মূল পর্যায়ে রাজ্যে 'স্বচ্ছন্দে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সরকারি পরিষেবা প্রদান সুগম ও দ্রুত করা' (Ease of Doing Business) প্রকল্প ও 'পরিদর্শন পদ্ধতির সংস্কার সাধন' (Inspection Reforms) প্রকল্পের জন্য প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড, কর্মপ্রার্থী যুবকদের জন্য 'যুবশ্রী' প্রকল্প ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের সকল শ্রমিকদের জন্য 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭' প্রকল্প গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। উৎকর্ষতার সামগ্রিক বিচারে হরিয়ানা ও তেলেঙ্গানার সথে পশ্চিমবঙ্গ একটি বিশেষ প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

গত ৮.৯.২০১৭ তারিখে 'ফেসবুকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাফল্যের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জাতীয় স্তরের এই স্বীকৃতি শ্রম দফতরকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে আরও মনোযোগী হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

'স্কোচ' প্রদত্ত মানপত্র হাতে শ্রমদপ্তরের আধিকারিকগণ (বাঁ দিক থেকে) শ্রমকমিশনারেটের শ্রীমতী মনীষা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, কর্ম বিনিয়োগ অধিকারের শ্রীমতী শাশ্বতী মুখার্জী, শ্রম কমিশনারেটের শ্রী ত্রিদিবেশ চ্যাটার্জী, কর্ম বিনিয়োগ অধিকারের শ্রী অরুণাভ দত্ত, শ্রম কমিশনারেটের শ্রী কিংশুক সিনহা ও শ্রী পার্থসারথী চক্রবর্তী।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭
সচেতনতা প্রসারে সভা শিবির

কলকাতার সচেতনতা শিবিরে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করছেন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার, মাননীয় অর্থ নিয়ামক শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

কলকাতা ঃ কাঁকুড়গাছির 'উৎসব মঞ্চে' গত ৬।৬।২০১৭ তারিখে সদ্য কার্যকর হওয়া সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭ সম্পর্কে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে এক সচেতনতা সভা পরিচালিত হয়েছে। এই সভার উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সাধন পাণ্ডে, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল, শ্রী আমানুল হক, শ্রী অজয় ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী রীনা টারগেন, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী বলরাম ঘোড়াই, উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী মনীষা ভট্টাচার্য, শ্রম কমিশনারেটের অর্থ নিয়ামক শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি শ্রী রমেন পান্ডে এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে বর্তমানে এক কোটির বেশী মানুষ ও তাদের পরিবার সামাজিক সুরক্ষা বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করছে। 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'র সমান্তরাল কোনো প্রকল্প অন্য কোন রাজ্যে মিলবে না। সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার মার্চ, ২০১৭ অবধি প্রায় ৮৮০ কোটি টাকা সহায়তা অর্থ প্রদান করেছে। এই দিনে ১৬৬৯ জন শ্রমিক ও তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে প্রাপ্য সহায়তা অর্থ বাবদ ২,১২,৪৮,৫৮৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রম কমিশনারেটে শ্রম আইন প্রয়োগ ও ন্যূনতম মজুরি বিভাগের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী সুমিতা মুখার্জী।

হাওড়া ঃ গত ২৬.৮.২০১৭ হাওড়ার শরৎ সদনে হাওড়া শ্রম দফতরের উদ্যোগে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭ বিষয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন সমবায় দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী অরুপ রায় মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রম কমিশনারেটের যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, অর্থ নিয়ামক শ্রী দেবব্রত কুন্ডু এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক এই শিবির থেকে সুরক্ষা প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা জানতে পেরেছেন। ৯৫ জন শ্রমিক এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেন ও তাঁদেরকে পাসবই প্রদান করে হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৩১ জন শ্রমিক ও তাঁদের মনোনীত ব্যক্তির হাতে ১৩.৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। সুচারু ভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাননীয় শ্রম কমিশনারেটের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী রজত পাল।

জনৈক শ্রমিককে সুবিধা অর্থ প্রদান করছেন সমবায় দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অরুপ রায়। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী রজত পাল ও অন্যান্য আধিকারিকগণ।

নারীর ক্ষমতায়ন
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা

নারীরা আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। কিন্তু প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার এই বৃহত্তম ভাণ্ডার আজও বহুলাংশে অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এই অনন্য মানব সম্পদ যদি আমাদের অর্থনীতিতে পরিপূর্ণ ভাবে সক্রিয় হয় সেক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে অতি দ্রুত দেশের অর্থনীতির উত্তরণ ঘটবে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ জীবনে এখনো নারীদের পূর্ণ ভাবে স্বয়ম্ভর না হওয়ার জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই তাঁরা নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি।

সম্প্রতি প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব উন্নয়ন সূচক অনুসারে লিঙ্গ সাম্যের দিক থেকে ভারতবর্ষ বিশ্বের ১৫৯টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ১২৫তম স্থানে রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিভিন্ন সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রম আইনে নানাবিধ সংস্থান রয়েছে। জাতির অগ্রগতি এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকার কোন সমান্তরাল না থাকায় ভারতীয় সংবিধান এবং আইন ব্যবস্থা তাঁদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুবিধা এবং সংরক্ষণের পক্ষেও সায় দিয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে নারীদের ক্ষমতায়নই উন্নয়নের সবচেয়ে বেশি কার্যকরী অস্ত্র। মহিলাদের জাতীয় কমিশন প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে চলতি বছরের মার্চ মাস ব্যাপী বিভিন্ন জেলায় এবং কলকাতায় রাজ্য স্তরে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের শ্রম আইন ও ভবিষ্যনিধি প্রকল্প বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে।

চুঁচুড়ায় 'নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়ে কর্মশালা ঃ চুঁচুড়া শ্রম কার্যালয়ের পরিচালনার গত ১৬-১৭ই মার্চ ২০১৭ হুগলী চুঁচুড়া পুরসভার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন হুগলী চুঁচুড়া পুরসভার সভাপতি শ্রী গৌরিকান্ত মুখার্জী মহাশয়। এই শিবিরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী আলোচনা হয়েছে। প্রথম দিনে হুগলীর মহামান্য জেলা জজ এবং দুইজন মহামান্য অতিরিক্ত জেলা জজ মহিলাদের জন্য আইন প্রদত্ত রক্ষাকবচ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শতাধিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন পেশা ও স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত মহিলা শ্রমিকগণ। চন্দননগরের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আশিস সরকার বিভিন্ন শ্রম আইনে মহিলাদের জন্য নির্দেশিত সুবিধা ও সংস্থানের কথা জানান। দ্বিতীয় দিনে চুঁচুড়ার সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী অনিন্দিতা ভট্টাচার্য কর্মশালায় যোগদানকারী মহিলা শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা

কর্মশালায় মহিলা শ্রমিকদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন চুঁচুড়ার সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী অনিন্দিতা ভট্টাচার্য।

প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত করেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ) আইন, ২০১৩ সম্পর্কে মহিলা শ্রমিকদের অবগত করেন শ্রম কমিশনারেটের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয়া শ্রীমতী দেবশ্রী রায়। চণ্ডীতলা-১এর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতী এষা ঘোষ মহিলাদের বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিকারে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সমগ্র আলোচনায় উপস্থিত মহিলা শ্রমিকগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। জনৈকা মহিলা শ্রমিক বলেন যে মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা জন্য এত ধরনের আইন আছে তা তাঁরা আগে জানতেন না।

কলকাতায় নারী শ্রমিকের ক্ষমতায়ন ও শ্রম আইন বিষয়ে কর্মশালা ঃ কলকাতায় মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের 'নার্সেস ট্রেনিং সেন্টারে' রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় গত ২৮.০৩.২০১৭ রাজ্য স্তরে 'নারীর ক্ষমতায়ন ও শ্রম আইন' বিষয়ে কর্মশালার সূচনা করেন মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার মহাশয়। তিনি বলেন যে আগামীদিনে শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র ও সমাজ জীবনে সর্বতোভাবে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রম কমিশনারেটের অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল ও শ্রী অজয় ভট্টাচার্য, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী বলরাম ঘোড়াই এবং শ্রম দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ বলেন যে শ্রম আইনে নারী সুরক্ষার নানাবিধ নির্দেশ থাকলেও তার সামগ্রিক প্রচার ও রূপায়ণ দরকার। সমাজ জীবনে নারীদের প্রতি নানা বঞ্চনা আইনের সাহায্যে প্রতিহত করতে মহিলাদেরকে অবশ্যই আরও এগিয়ে আসতে হবে। কর্মশালায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের সাথে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয়া শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয়া শ্রীমতী মনীষা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সুমিতা মুখার্জি। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে আগামীদিনে মহিলা শ্রমিকগণ তাঁদের ন্যায্য অধিকার অর্জন করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন, ব্যারাকপুরের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট শ্রীমতী পাপিয়া সুলতানা নারীর ক্ষমতায়নে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত মনোগ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে আইনের রক্ষাকবচ থাকা স্বত্বেও কেবলমাত্র অজ্ঞতার কারণে সমাজে নারীরা কত অসহায়, কত অবিচারের শিকার। বাস্তব জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তিনি আন্তরিক ভাবে তুলে ধরেন এবং নারীদের প্রতি বিভিন্ন অবিচারের প্রতিকারে পথ নির্দেশ করেন।

কর্মশালাটির সামগ্রিক পরিচালনা এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের সহ অধিকর্তাদ্বয় শ্রীমতী অনন্যা দত্ত চৌধুরী ও শ্রী আতায়ুর রহমান।

কলকাতার কর্মশালায় ভাষণরত দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন, ব্যারাকপুরের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট শ্রীমতী পাপিয়া সুলতানা। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন বাঁ দিক থেকে রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের সহ অধিকর্তা শ্রীমতী অনন্যা দত্ত চৌধুরী, শ্রম কমিশনারেটের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী সুমিতা মুখার্জী, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী বলরাম ঘোড়াই, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী আজিজ রসুল, উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী মনীষা ভট্টাচার্য এবং যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মা চৌধুরী।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি
মানিকতলা ESI হাসপাতাল

মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ ডাঃ ময়ুখ রায় জানালেন যে এই হাসপাতালে গত ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৭ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যুক্ত হয়েছে যার শুভসূচনা করেছেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সাধন পাণ্ডে মহাশয় এবং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকগণ। এগুলি হল বহু প্রত্যাশিত CT Scan Machine, ১৫টি Dialysis Machine, Nephrology বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট Sophisticated Ultrasound Machine, পূর্বভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক Internal Building Management System (IBMS) এবং Roof Top Hospital Beautification। উপ-অধীক্ষক ডাঃ অমিত ভট্টাচার্য জানালেন যে নবনির্মিত CT Scan বিভাগে মাসে প্রায় ১০০০ জন রোগীর CT Scan এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে রোগ নির্ণয় হচ্ছে। Dialysis বিভাগে প্রতি মাসে প্রায় ৭৫০ জন রোগীর ডায়ালিসিস এবং প্রায় ৫০ জনের CAPD ডায়ালিসিস করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়কালে দুটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের কথা জানালেন অধ্যক্ষ ডাঃ ময়ুখ রায়। রক্তের প্ল্যাটেলেট তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করা যায় না অথচ মুমূর্ষু রোগীদের বিশেষত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের শরীরে রক্তের প্ল্যাটেলেট সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য দ্রুত প্ল্যাটেলেট প্রদান খুবই জরুরী। হাসপাতালে প্ল্যাটেলেটের যোগান অক্ষুন্ন রাখতে বর্তমানে মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের কর্মীগণ প্রতি দশ দিন অন্তর ব্লাড ব্যাঙ্কে স্বতঃস্ফূর্ত রক্ত দান করছেন এবং এর ফলে প্ল্যাটেলেটের অভাব অনেকাংশে মিটেছে।

অতি সম্প্রতি Nephrology বিভাগের ডাঃ বাপ্পাদিত্য বিশ্বাসের নেতৃত্বে ছয় জনের একটি প্যারামেডিক্যাল দল আপৎকালীন পরিস্থিতির প্রয়োজনে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার অন্তর্গত বন্যাবিধ্বস্ত সইদপুর গ্রামে ৬০ জন শিশু সহ ১৫০ জন গ্রামবাসীর চিকিৎসা করেছেন ও ২৩০ জনের কাছে তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন খাদ্যসামগ্রী।

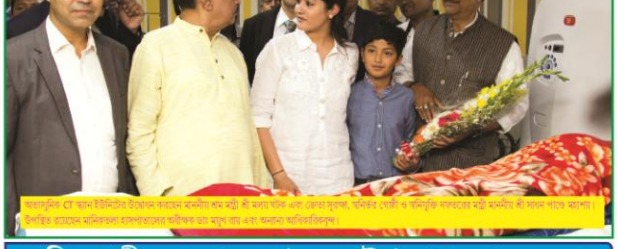
অত্যাধুনিক CT স্ক্যান ইউনিটের উদ্বোধনে এসেছেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক এবং ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সাধন পাণ্ডে মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন মানিকতলা হাসপাতালের অধীক্ষক ডাঃ ময়ুখ রায় এবং অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

শ্রমিক-সাথী সহায়তা নম্বর (হেল্প লাইন) : ১৮০০১০৩০০০৯

শ্রমজীবী মানুষের আইনসিদ্ধ ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রচারিত, আইনানুগ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক - অধিকর্তা, এস এল আই কর্তৃক পি-থ্রি, সি আই টি স্কীম, সেভেন-এম, মানিকতলা মেইন রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

সম্পাদক - অধিকর্তা স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট